বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ-বিলস

বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্র ভিত্তিক বিলস জরিপ

২০২৫ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৩৫ ও নির্যাতনে ২৬০ শ্রমিক নিহত

প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৫ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিলস দেশের জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমুহে প্রকাশিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে "বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি" বিষয়ে সংবাদপত্র ভিত্তিক বিলস জরিপ জানুয়ারী-ডিসেম্বর-২০২৫ প্রতিবেদন তৈরী করেছে। জরিপে ১৩ টি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৫ সালে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ৭৩৫ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন এবং নির্যাতনে ২৬৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়।

২০২৫ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৩৫ শ্রমিক নিহত: জরিপের তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৩৫ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, এর মধ্যে ৭৩১ জন পুরুষ এবং ৪ জন নারী শ্রমিক। খাত অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ৪৩৯ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় পরিবহন খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় কৃষি খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৬৭ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। এছাড়া মৎস্য শ্রমিক ৩৫ জন, দিনমজুর ৩২ জন, বিদ্যুৎ খাতে ১৫ জন, প্রবাসী শ্রমিক ১২ জন, নৌপরিবহন খাতে ১১ জন, তৈরি পোশাক খাতে ৬ জন, টেক্সটাইল খাতে ৪ জন, এবং অন্যান্য খাতে ৩৮ জন শ্রমিক নিহত হন। জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ৪ জন শ্রমিক নিহত হন।

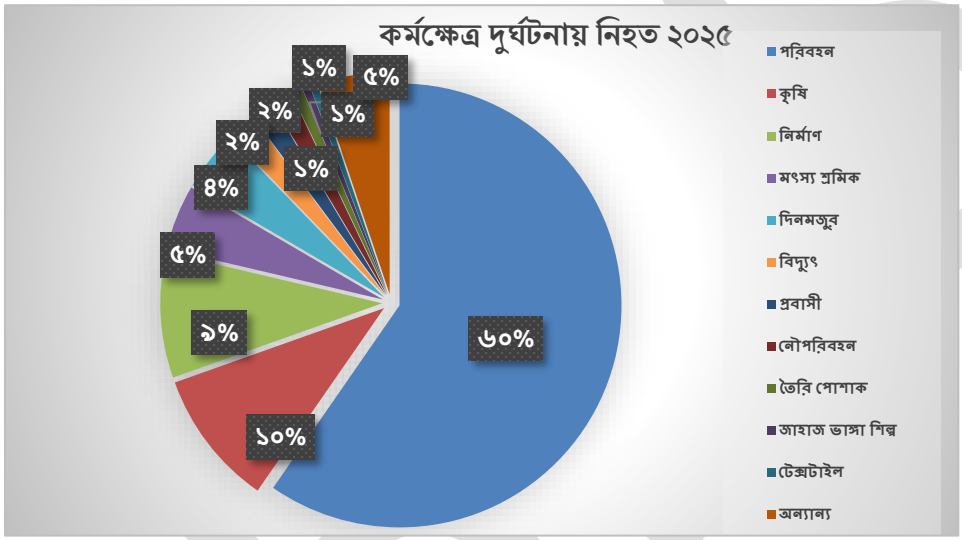

২০২৫ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ২৬৩ শ্রমিক আহত: ২০২৫ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ২৬৩ জন শ্রমিক আহত হন। এর মধ্যে ২৬৩ জনই পুরুষ শ্রমিক। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৬৯ জন পরিবহন খাতে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প ৫৪ জন, তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৪ জন মৎস্য খাতে আহত হন। নির্মাণ খাতে ২৮ জন শ্রমিক আহত হন। এছাড়া তৈরি পোশাক শিল্পে ১৮ জন, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে ৮ জন, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ৬ জন, বিদ্যুৎ খাতে ৫ জন, চাতালে ৫ জন, নৌপরিবহন খাতে ৫ জন, স্পিনিং মিলে ৫ জন, নিরাপত্তাকর্মী ৫ জন এবং অন্যান্য খাতে ২১ জন শ্রমিক আহত হন। এর বাইরে ৪৫ জন শ্রমিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিখোঁজ হন, যার মধ্যে অধিকাংশই নৌপরিবহন ও মৎস্য শ্রমিক।

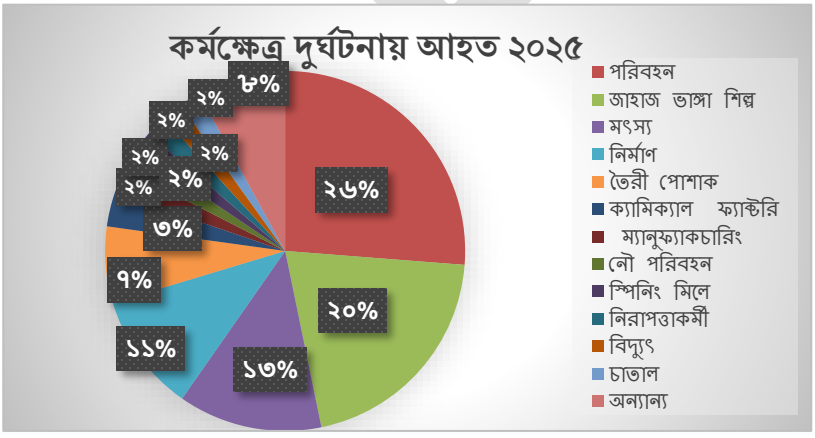

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে সড়ক দুর্ঘটনা, দেয়াল/ছাদ ধসে পড়া, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া, অগ্নিকান্ড, সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, বজ্রপাত, বিষাক্ত গ্যাস, নৌ দুর্ঘটনা, উচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া, পড়ন্ত বস্তুর আঘাত, বিস্ফোরণ, সমুদ্রে ঘুর্নিঝড়ে, নৌকা/ট্রলার ডুবি, বন্যপশুর আক্রমণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ৭৩৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং আহত হন ৩০০ জন শ্রমিক। নিহতদের মধ্যে ৭৩৪ জন পুরুষ এবং ২ জন নারী শ্রমিক ছিলেন।

১১ বছরে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় হতাহতের চিত্র: ২০১৫-২০২৫ সাল সময়কালে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত হন ৯০৯৫ এবং আহত হন ৫৮৯৫ জন শ্রমিক। এর মধ্যে ২০১৯ সালে নিহত হন সর্বোচ্চ ১২০০ শ্রমিক, যেখানে ২০২২ সালে সর্বোচ্চ ১০৩৭ শ্রমিক আহত হন।

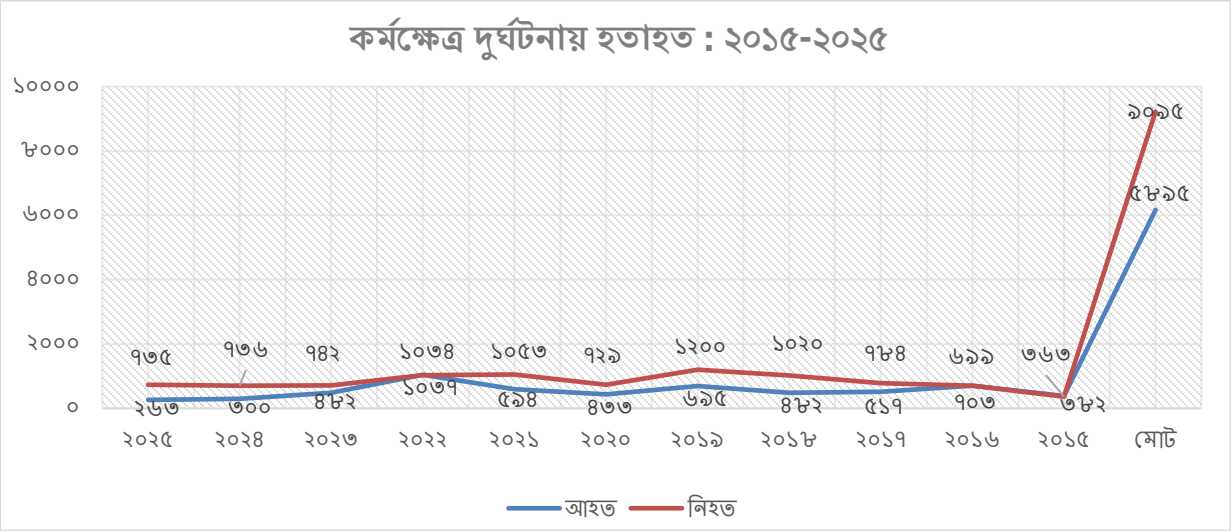

৬ বছরে নির্মাণ সেক্টরে হতাহত: ২০২০-২০২৫ সাল সময়কালে নির্মাণ সেক্টরে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত হন ৬৩৮ এবং আহত হন ৩০৪ জন শ্রমিক। এর মধ্যে ২০২২ সালে নিহত হন সর্বোচ্চ ৮৬জন শ্রমিক, যেখানে ২০২১ সালে সর্বোচ্চ ১৫৪ শ্রমিক আহত হন।

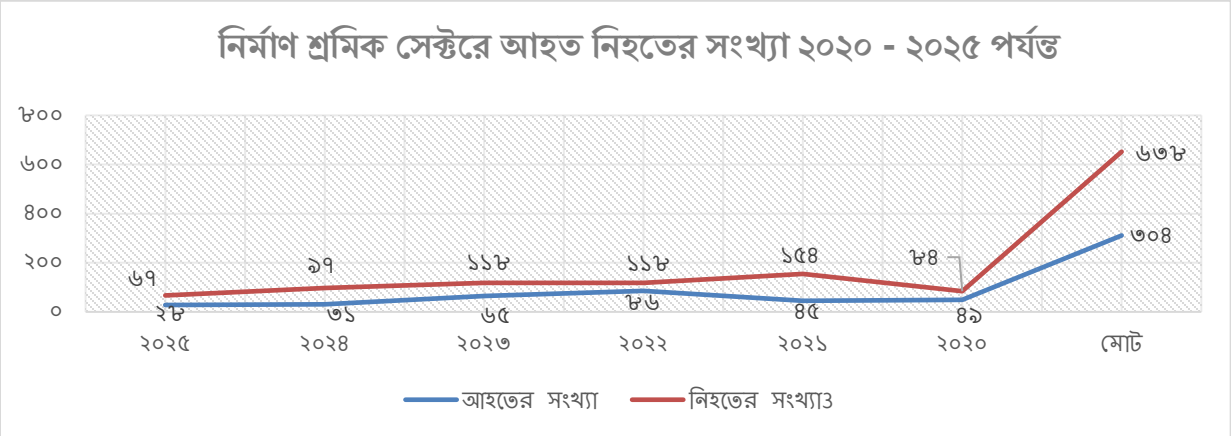

৬ বছরে পরিবহণ সেক্টরে হতাহত: ২০২০-২০২৫ সাল সময়কালে পরিবহণ সেক্টরে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত হন ২৩৬০ জন এবং আহত হন ৩৬৫ জন শ্রমিক। এর মধ্যে ২০২১ সালে নিহত হন সর্বোচ্চ ৫১৩জন শ্রমিক, যেখানে ২০২২ সালে সর্বোচ্চ ৮৭ জন শ্রমিক আহত হন।

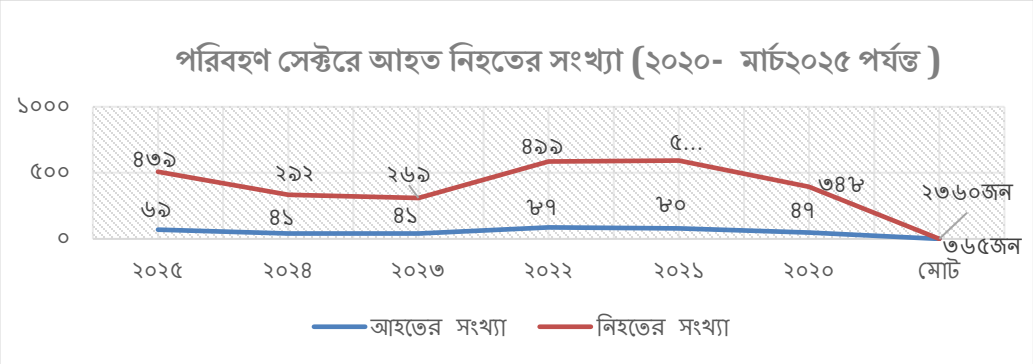

৬ বছরে পোশাক সেক্টরে হতাহত: ২০২০-২০২৫ সাল সময়কালে পোশাক সেক্টরে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় নিহত হন ১৭ জন এবং আহত হন ২৮০ জন শ্রমিক। এর মধ্যে ২০২৫ সালে নিহত হন সর্বোচ্চ ৬ জন শ্রমিক, যেখানে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ ১১৪ জন শ্রমিক আহত হন।

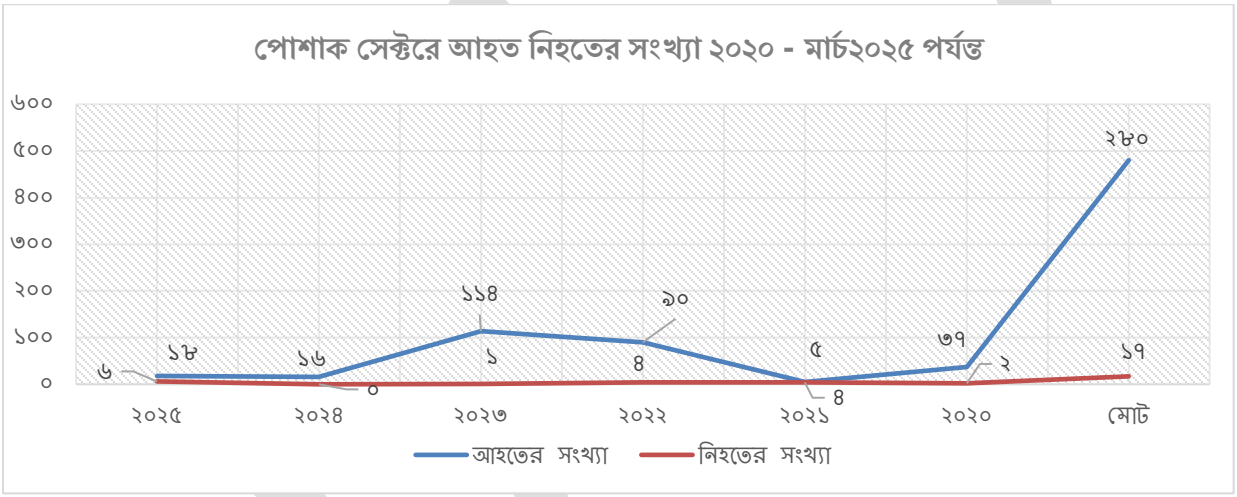

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন:

সংবাদপত্র ভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ২০২৫ সালে ২৬০ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ১১৪ জন নিহত, ৭১ জন আহত, ১৪ জন নিখোঁজ, ৩ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার এবং ৫৮ জনের ক্ষেত্রে অপহরণের পর উদ্ধারের কথা উল্লেখ করা হয়। নির্যাতিতদের মধ্যে ২৪৫ জন পুরুষ এবং ১৫ জন ছিলেন নারী শ্রমিক। সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন ৫২ জন মৎস্য শ্রমিক, যার মধ্যে ২ জন নিহত হন। মোট ৪৩ জন অপহৃত হন, যাদের মধ্যে ৩০ জন উদ্ধার হন এবং ১৩ জনের খোঁজ পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪০ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন পরিবহন খাতে, যার মধ্যে ৩৩ জন নিহত, ৬ জন আহত ও ১ জন অপহৃত হন। উল্লেখ্য, অপহৃতকে পরে উদ্ধার করা হয়। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ জন শ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন অটোরিকশা খাতে, যার মধ্যে ৩১ জন নিহত, ৭ জন আহত। এছাড়া ৩১ জন তৈরি পোশাক খাতে, যার মধ্যে ৪ জন নিহত,

২৫ জন আহত ও ২ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, রাবার বাগানের ২০ জন শ্রমিক একই ঘটনায় অপহৃত হন এবং পরবর্তীতে তাদের উদ্ধার করা হয়। কৃষিখাতে ১৬ জন নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ৯ জন নিহত ও ৭ জন অপহৃত হন। অপহৃতদের ৭ জনকেই উদ্ধার করা হয়েছে। ১৫ জন নিরাপত্তাকর্মী নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ৯ জন নিহত ও ৬ জনের ক্ষেত্রে আহত্যার ঘটনা ঘটে। এছাড়া ১১ জন গৃহশ্রমিক নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ৬ জন নিহত এবং ৫ জন আহত হন। এর পাশাপাশি ১০ জন সংবাদকর্মী নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে ২ জন নিহত ও ৮ জন আহত হন।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের ধরনগুলোর মধ্যে রয়েছে, শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ, ছুরিকাঘাত, খুন, রহস্যজনক মৃত্যু, অপহরণ, মারধর ইত্যাদি।

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনে নিহত	
সেক্টর	সংখ্যা
পরিবহন	৩৩
অটোরিকশা	৩১
কৃষি	৯
নিরাপত্তাকর্মী	৯
গৃহশ্রমিক	৬
তৈরি পোশাক	৪
দিনমজুর	৪
অন্যান্য	১৮
মোট	**১১৪**

কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনে আহত	
সেক্টর	সংখ্যা
তৈরি পোশাক শিল্প	২৫
সংবাদকর্মী	৮
অটোরিকশা	৭
মৎস্য	৭
নিরাপত্তাকর্মী	৬
পরিবহন	৬
গৃহশ্রমিক	৫
অন্যান্য	৭
মোট	**৭১**

সংবাদপত্র ভিত্তিক জরিপ অনুযায়ী ২০২৪ সালে ২৬৪ জন শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ২২৬ জন পুরুষ এবং ৩৮ জন নারী শ্রমিক। ২৬৪ জনের মধ্যে ১১৯ জন নিহত, ১০০ জন আহত, ৩৮ জন নিখোঁজ, ১ জনের ক্ষেত্রে আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করা হয় এবং অপহৃত ৬ জনকে পরবর্তীতে উদ্ধার করে পুলিশ।

শিল্প সম্পর্ক এবং শ্রমিক অসন্তোষঃ

২০২৫ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ৫৯৭ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ৩৭৫ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৫টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে পরিবহনে । তৃতীয় সর্বোচ্চ ২৪টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে টেক্সটাইল শিল্পে । নৌ-পরিবহনে ১৭ টি ,ফার্মাসিউটিকালে ১৬ টি, বিড়ি শিল্পে ১৫টি, পাট শিল্পে ৯ টি, বন্দরে ৯ শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। এছাড়া জুতা কারখানায় ৮টি, চা শিল্পে ৭ টি, চিনি শিল্পে ৬, ট্যানারীতে ৬টি, হোটেল-রেস্তোরাঁতে ৫টি, কয়লা খনিতে ৫টি, মৎস্য খাতে ৫টি, প্রবাসী ৫ টি, গণমাধ্যমে ৫টি, এবং অন্যান্য খাতে ৩৫ টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

জরিপ অনুযায়ী সর্বোচ্চ বকেয়া বেতনের দাবিতে ২০৪টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে । দাবি আদায়ের জন্য ১০৪টি, পূর্ব নোটিশ ছাড়া কারখানা বন্ধের জন্য বিক্ষোভ ৭৯টি, বোনাসের দাবিতে ৬৯টি, এছাড়া বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবিতে ৪৫টি, অধিকার আদায়ের দাবিতে ৪৮টি, লে-অফের কারণে ৮টি, বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ৭টি, শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ৭ টি, শ্রমিক মৃত্যুর প্রতিবাদে ৪ টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে। আন্দোলন করতে গিয়ে ৩৭০ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদের মধ্যে পুরুষ /নারী শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখ নেই। এছাড়াও গ্রেফতার হন ৭৪ জন শ্রমিক।

শ্রমিক অসন্তোষের ধরণগুলোর মধ্যে রয়েছে, বিক্ষোভ, মহাসড়ক অবরোধ, ভাংচুর, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট ,কর্মবিরতি, র‍্যালি, স্মারকলিপি প্রদান, ধর্মঘট, সমাবেশ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে বিভিন্ন সেক্টরে সবমিলিয়ে ৫০১ টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে। সবচেয়ে বেশি ৪০৬টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে তৈরি পোশাক খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২২টি শ্রমিক আন্দোলনের ঘটনা ঘটে টেক্সটাইল শিল্পে, তৃতীয় সর্বোচ্চ ১০ টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে বিড়ি ও ১০ টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে পাট-শিল্পে। । এছাড়া পরিবহনে ৭টি, ফার্মাসিউটিকালে ৬টি, চা শিল্পে ৬টি, হোটেল-রেস্তোরাঁতে ৫টি, রেলওয়েতে ৪টি, কয়েল কারখানাতে ৩টি, সার কারখানায় ৩টি এবং অন্যান্য খাতে ১৯টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটে।

শ্রমিক অসন্তোষের কারণসমূহ	
কারণ	সংখ্যা
বকেয়া বেতন	২০৪
দাবি আদায়	১০৪
পূর্ব নোটিশ ছাড়া কারখানা বন্ধ	৭৯
বোনাসের দাবি	৬৯
অধিকার আদায়ের দাবি	৪৮
বন্ধ কারখানা খুলে দেওয়ার দাবি	৪৫
লে-অফ	৮
বেতন বৃদ্ধির দাবি	৭
শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদ	৭
শ্রমিক মৃত্যুর প্রতিবাদে	৪
অন্যান্য	২২
মোট	৫৯৭

সেক্টরভিত্তিক শ্রমিক অসন্তোষ	
সেক্টর	*সংখ্যা*
তৈরি পোশাক	৩৭৫
পরিবহন	৪৫
টেক্সটাইল	২৪
নৌ-পরিবহন	১৭
ফার্মাসিউটিকাল	১৬
বিড়ি শিল্প	১৫
পাট শিল্প	৯
স্থল বন্দর	৯
জুতা	৮
চা-শিল্প	৭
চিনি শিল্প	৬
ট্যানারী	৬
হোটেল-রেস্তোরাঁ	৫
কয়লা খনি	৫
মৎস্য খাত	৫
প্রবাসী	৫
গণমাধ্যম	৫
অন্যান্য	৩৫
মোট	৫৯৭

কৃষিখাতে নিহতের সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ: ২০২৫ সালে মৃত্যুর সংখ্যার তালিকায় কৃষিখাত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে, যেখানে ৭৩ জন কৃষি শ্রমিক নিহত হন, যার মধ্যে অধিকাংশই বজ্রপাতে মারা গেছেন (৫০-জন)। এ ছাড়া ২০২৪ সালেও বজ্রপাতে ৫৬ জন মারা যান। এ ছাড়া মৎস্য খাতেও বজ্রপাতে নিহতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য যেখানে ২০২৫ সালে ৬জন ও ২০২৪ সালে ১০ জন মৎস্য শ্রমিক বজ্রপাতে নিহত হন।